জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - জানুয়ারি ২০০৮/০৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বালিতে অনুষ্ঠিত ফোরামের উদ্বোধনকালে জাতিসংঘ কর্মকর্তার দুর্ণীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান
* এ বছর রেকর্ড পরিমান পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০০ মিলিয়ন- জাতিসংঘ সংস্থা
* বিশ্বব্যাপী প্রায় ২,৫০,০০০শিশুকে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নিয়োগ- জাতিসংঘ কর্মকর্তা
* ইন্দোনেশিয়ায় বার্ড ফ্লুর সংক্রামণে ৫ জনের মৃত্যু- জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা

বালিতে অনুষ্ঠিত ফোরামের উদ্বোধনকালে জাতিসংঘ কর্মকর্তার দুর্ণীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

২৮ জানুয়ারি- আজ জাতিসংঘের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিতব্য সপ্তাহব্যাপী এক সম্মেলনের উদ্বোধন কালে দেশসমুহকে দুর্ণীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদকে কার্যকরী করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে বিভিন্ন স্থান হতে আগত ১০০০ জনেরও অধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

“দুর্ণীতি আমাদের সবাইকেই আঘাত করে, তাই একে প্রতিহত করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব । দুর্ণীতির বিরুদ্ধে ‘না’ বলা আমাদের সবার কর্তব্য এবং অধিকার”-জাতিসংঘের মাদক এবং অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের (UNODC) নির্বাহী পরিচালক এন্টোনিও মারিয়া কস্টা এ কথা বলেন।

তিনি সেসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন যেখানে UNODC এবং অন্যান্যরা কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে পারে। তবে তিনি সম্পদের পুনরুদ্ধারকে দুর্ণীতি বিরোধী সনদের একটি গুরুত্বপুর্ণ মানদন্ড হিসাবে উলে-খ করেন।

কিন্তু জনাব কস্টা এই মর্মে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাংক/ UNODC সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রকল্পের মতো সংস্থা কর্তৃক সম্পদ পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন উদ্যোগ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। আর এর পেছনে রয়েছে দুর্ণীতিগ্রস্থ মধ্য পর্যায়ের আমলা, যাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা আছে এবং আছে অনেক কিছু হারাবার ভয়।

নিজ দেশের প্রশাসন হতে দুর্ণীতি নামক কৃষ্ণ গহ্বর দুরীকরনের জন্য তিনি অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান জানান।

জনাব কস্টা বলেন, সংহতি সৃষ্টির জন্য তাদের আরও কি ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা খুঁজে দেখার সাথে সাথে দুর্ণীতির বিরুদ্ধে দেশসমুহ কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার ব্যাখ্যা করা এবং দুর্ণীতি বিরোধী সনদের প্রয়োগ প্রয়োজন।

জনাব কস্টা বর্তমানে সমস্যার চাইতে সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বহুমাত্রিক সংস্থাসমুহকে উদাহরণীয় নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, সরকারী আইন যেরকম উচ্চ মানদন্ডের হতে বলা হয় তেমনি তাদের নিজস্ব নীতিসমুহও একই মানের হতে হবে।

এ বছর রেকর্ড পরিমান পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০০ মিলিয়ন- জাতিসংঘ সংস্থা

২৯ জানুয়ারি- জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, গরিব দেশগুলোতে নতুন নতুন আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণে আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে থাকে, গত বছর যা কিনা ৮৯৮ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আগামীতে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (UNWTO) রিপোর্টে বলা হয়, গত বছর পর্যটকের সংখ্যা ৫২ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়- যা ২০০৬ অপেক্ষা শতকরা ৬ ভাগ বেশি। সকল গুরুত্বপুর্ণ অঞ্চলেই পর্যটকের শতকরা সংখ্যা গড় অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

UNWTO'র মহাসচিব ফ্রান্সিসকো ফ্রাঞ্জিয়ালী মাদ্রিদে তাঁর সদর দপ্তরে এক বিবৃতিতে বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্পের উন্নতি উদীয়মান বাজার ও উন্নয়ণশীল অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

"প্রতিষ্ঠিত বাজার থাকার পরেও যখন দ্রুত হারে নতুন বাজার বৃদ্ধি পায়, তখন UNWTO'র মুল লক্ষ্য উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য পর্যটনের গুরুত্বকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।"

UNWTO'র হিসেবে, প্রতিনিয়ত হুমকী ও উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও গত বছর পর্যটকের সংখ্যা মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। সৌদি আরব এবং মিশর পছন্দের স্থানগুলোর শীর্ষে ছিল।

মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং ভারতে পর্যটকের সংখ্যা দুই অংকের হারে বৃদ্ধি পেয়ে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৫ মিলিয়নে দাঁড়ায়।

গত বছর আফ্রিকার পর্যটকের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ মিলিয়নে দাঁড়ায়। এর মুল কারণ ছিল উত্তর আফ্রিকা- বিশেষ করে মরক্কোর আকর্ষণ। UNWTO'র মতে, ২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের স্বাগতিক দেশ হওয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০৬ সালে সামান্য বৃদ্ধির পর গত বছর আমেরিকার পর্যটকদের সংখ্যা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ হিসেবে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটকদের মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা পছন্দের স্থানগুলোর আকর্ষণ কাজ করেছে।

সবচেয়ে পছন্দের অঞ্চল ইউরোপে গত বছর ৪৮০ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক পর্যটকের সমাগম ঘটে যা আগের বছরের অপেক্ষা শতকরা ৪ ভাগ বেশি। তুরস্ক, গ্রীস, পুর্তগাল, ইতালি এবং সুইজরিল্যান্ডের এই বৃদ্ধি প্রশংসার দাবীদার।

UNWTO'র মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধকী সমস্যা, তেলের উচ্চ মুল্য এবং অনিশ্চিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও ২০০৮ সালের চিত্রটা বেশ ইতিবাচক। গত দশকের উন্নয়নশীল অর্থনীতির কারণে এউচ বৃদ্ধি পায় এবং UNWTO তথ্যানুযায়ী ক্রমবর্ধমান হারে পর্যটন স্থানগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এর সাথে সম্পর্কিত, যা উচ্চ আয় সম্পন্ন দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিকে প্রায় দ্বিগুন করে।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ২,৫০,০০০শিশুকে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নিয়োগ- জাতিসংঘ কর্মকর্তা

৩০ জানুয়ারি- যথাযথ হিসাব করা সম্ভব না হলেও বিশ্বব্যাপী প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শিশুকে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে সশস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে আজ জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা জানান। সমস্যাগুলোকে নিয়ন্ত্রণের সফলতা ও ব্যর্থতার চিত্র পরিলক্ষিত হয় বলে তিনি উলে-খ করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন 'শিশু ও সশস্ত্র যুদ্ধ' সম্পর্কে নিউ ইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি রাধিকা কুমারাস্বামী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্যই এই কারণ গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আফগানিস্থান, বুরুন্ডি, চাঁদ, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, কলম্বিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, মায়ানমার, নেপাল, ফিলিপাইন, সোমালিয়া, সুদান, শ্রীলংকা এবং উগান্ডায় দলে দলে শিশুদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদনে জোরপুর্বক শিশুদের সেনাবাহীনিতে ভর্তি করার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীন আশ্রয়হীন ব্যক্তি ও শিশু

নিয়োগের মধ্যে গভীর সংযোগ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। বিশেষ প্রতিনিধি বলেন, "গবেষণায় দেখা যায় যে, সেনা শিবিরগুলোতে ভাল নিরাপত্তা থাকলে নিয়োগ কমে যায়।"

তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন দেশে এক দেশ হতে অন্য দেশে শিশু পাচারের মাধ্যমে যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়, যেমন- সুদান এবং চাঁদ। এ ছাড়াও বুরুন্ডি, ইরাক ও আফগানিস্থানে শিশুদের উপর নির্যাতন করা হয়। তিনি বলেন, স্কুল, স্থাপনা এবং শিক্ষকদের উপর হামলা একটি গুরুতর ঘটনা হিসেবে আফগানিস্থান, ইরাক এবং থাইল্যান্ডে ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে।

বিশেষ র‍্যাপটিয়ার শাস্তি বন্ধের নজির স্থাপিত হওয়ায় স্বাগত জানান। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ওঈঈ) উগান্ডার লর্ড রেসিসটেন্স আর্মির ৫ জন উচ্চপদস্থ সদস্যর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা অন্যতম। এই সন্ত্রাসী দলটি শিশুদের নিয়োগ ও ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত।

মিজ্ কুমারাস্বামী বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য শিশু ও সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা সভায় তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ জানাবেন। তিনি বলেন, পরিষদকে এ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সভাপতির বক্তব্য রাখতে হবে। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে তিনি 'লজ্জার তালিকা' কে বর্ধিত করে সেসব গোষ্ঠীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন যারা শিশুদের সাথে সব ধরনের নির্যাত বা নিদেনপক্ষে যৌন নির্যাতনের সাথে জড়িত।

ইন্দোনেশিয়ায় বার্ড ফ্লুর সংক্রামণে ৫ জনের মৃত্যু- জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা

১ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নিশ্চিত করেছে যে, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায়ে আক্রান্ত হয়ে এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দ্বীপ পশ্চিম জাভায় পাঁচ ইন্দোনেশিয়ান মৃত্যুবরণ করেছে।

ইন্দোনেশিয়ান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগনের ভাষ্যমতে, গত আট দিনে এইচ৫এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পাঁচ ব্যাক্তি মৃত্যুবরণ করেছে। যাদের মধ্যে দুই জন পুরুষ, দুই জন মহিলা ও ৯ বছরের একটি বালকও রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী বার্ড ফ্লু মহামারীর জন্য এইচ৫এন১ ভাইরাসটি দায়ী।

WHO প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, ইন্দোনেশিয়ায় এখন পর্যন্ত বার্ড ফ্লু জনিত ১২৪ টি ঘটনার মধ্যে ১০২ টি ছিল প্রাণনাশক। দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বার্ড ফ্লুর সংক্রামণ সবসময় বর্তমান রয়েছে এবং তা এক খামার হতে অন্যটি ছড়িয়ে পড়ছে।

২০০৩ সালে যখন এইচ৫এন১ ভাইরাসটি প্রকট আকার ধারণ করে সেসময়ে পরীক্ষাগারের মাধ্যমে ৩৫৭ জন ব্যাক্তির বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ও বিশ্বব্যাপী ২২৫ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মিশর, চীন এবং থাইল্যান্ডের অধিবাসী।

গতকাল, ৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ৩১ বছর বয়স্ক পুর্ব জাকার্তার এক মহিলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত সর্বশেষ মৃত্যুর ঘটনা। ধারনা করা হয় যে, বার্ড ফ্লু উপসর্গগুলো দেখা দেয়ার তিন দিন পুর্বে তিনি কাঁচাবাজারে গিয়েছিলেন, যেখানে হাঁস-মুরগী বিক্রি করা হয়।

অন্যদিকে, গত মঙ্গলবার জাভার পশ্চিম অংশের ব্যানটেন প্রদেশে ৩২ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন। রবিবার পুর্ব জাকার্তায় ২৩ বছর বয়স্ক আর এক মহিলা ও একই দিনে পশ্চিম জাকার্তায় ৯ বছরের এক বালক এবং ২৪ জানুয়ারি ব্যানটেন প্রদেশে ৩০ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি মারা যায়।

** ** **